যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট ২০১৭

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

সময়কে গুরুত্ব দিয়ে কেরিয়ার বেছে নিন

আপনার জীবনে আপনি কোন পেশা বেছে নেবেন সেটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থির করা উচিত। না হলে পরে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। চাকরি করবেন না ব্যবসা, সেটিও আগে থেকে ভাবা দরকার। অনেকের মধ্যে একটি মানসিকতা দেখা যায় প্রথমে সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা করব পরে কোনও কারণে চাকরি না পেলে তখন ব্যবসার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু এই ধরনের মনোভাব একদম ঠিক নয়। কারণ এতে একটি সমস্যা দেখা দেয়। সময়ও চলে যায়, অথচ কেরিয়ারও তৈরি হয় না। প্রত্যেকের জীবনে সময়ের দাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই গুরুত্বের জিনিসকে গুরুত্ব দিয়েই দেখা ভালো। যা করবেন তা মোটামুটি দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময়ে ঠিক করা উচিত।

চাকরির জন্য প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও নির্দিষ্ট কিছু বিষয় জানা খুব জরুরি। যেমন— কমিউনিকেশন স্কিল বা কম্পিউটার জানা বাধ্যতামূলক। তাহলে চাকরির ক্ষেত্রটা অনেকটা সহজ হয়। কমিউনিকেশন স্কিল ভালো থাকলে রিটেল সেক্টর, কল সেন্টারের কাজ, ব্যাংক, বিমার কাজ প্রভৃতি কাজে আপনি স্বীকৃতি পেতে পারেন। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় দক্ষতা থাকলে তা আপনার চাকরির পথটিকে অনেক সুগম করবে।

তবে আপনি যে কাজই করুন না কেন, সব ক্ষেত্রেই সময়ের দিকটিকে মাথায় রাখুন। সেটি আপনি চাকরির চেষ্টা করুন বা ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবুন। এইরকম যেন না হয় যে চাকরি খুঁজতে খুঁজতে আপনি এতটা সময় কাটিয়ে দিলেন যে আপনার মধ্যে একটা হতাশাভাব চলে এল। সেই ধরনের মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া একদমই ঠিক নয়।

একটা সময় ছিল যখন চাকরি করতেই মানুষ পছন্দ করতেন। এখন যে সেই চিত্রটার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, তবে আগের থেকে মানুষ ব্যবসার দিকে বেশি ঝুঁকেছে। সেইসঙ্গে আরেকটি জিনিসও খুব বেশি দেখা যায় যে, তা হল নিজের বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে কাজ করার প্রবণতা কম। তবে এই ধরনের প্রবণতা ত্যাগ করা উচিত। প্রতিযোগিতার বাজারে কর্মদক্ষতা বাড়ে। আপনি কারওর থেকে কোনও অংশে কম নয়, এই মনোভাব নিয়ে আপনাকে এগিয়ে চলতে হবে। সেইসঙ্গে আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকা খুব দরকার।

তবে আপনি যে কাজ করতে ইচ্ছুক, সেটি করতে আপনি কতটা সাবলীল সেটিও ভাবতে হবে। সেই কারণে অন্যদের কথার শুনে আপনি নিজের জীবনে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কারণ অন্যের জন্য যে চাকরিটি ঠিক আপনি তার জন্য যোগ্য না-ও হতে পারে। তাই নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিন। সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিন। কারণ আপনি যদি নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেন তাহলে আপনি ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। প্রত্যেক মানুষই নিজের ভালোবাসার কাজটিকে ভালোবেসে করতে পারেন। তাই সেই কাজটির প্রতি আপনার শেখার ইচ্ছে ও আনুগত্য বেশি থাকবে।

তবে যে কোনও পেশার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, দক্ষতা থাকা দরকার। তা নাহলে কোনও পেশাতেই টিকে থাকা সম্ভব নয়। চাকরি ও ব্যবসা— দুটি ক্ষেত্রেই এই গুণগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে চেষ্টা ও সেইসঙ্গে ইচ্ছে থাকলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।

অফিসের যে কোনও পরিস্থিতি হাসিমুখে সামলান

বর্তমান সময়ের সঙ্গে সব কিছু পালটাচ্ছে। আগে অফিসে কর্মরত মানুষের কাছে কাজের পরিবেশ একরকম ছিল। এখন কাজের পরিবেশ আলাদা। আগে সিনেমা, থিয়েটারে আমরা দেখেছি মানুষ নাকে-মুখে গুঁজে কোনও রকমে দৌড়চ্ছে। তখনকার সময়ে যে প্রতিযোগিতা ছিল, এখন সেই পরিবেশ পালটেছে। অর্থাৎ কাজের ধরন পরিবর্তিত। এখন মানুষ দৌড়ায় না এই কথাটা বলা ভুল, কিন্তু এখন অফিসের মধ্যে অফিসকর্মী ও কর্তৃপক্ষ একটা সমন্বয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চায়। আসলে বর্তমানে যে কোনও অফিস চাইছে কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্মীদের মধ্যে একটা সুখী সুখী ভাব বজায় থাকুক। তবেই উৎপাদন ভালো হবে। কারণ কর্মীরা হাসিমুখে কাজ করলে তাদের কাজটিও ভালো হবে। অফিসের কাজটা তাদের কাছে আর বোঝা বলে মনে হবে না। অফিসে এই ধরনের পরিবেশ থাকলে একজনের সঙ্গে আরেক জনের একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে, যা কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশকে আরও উন্নত করবে।

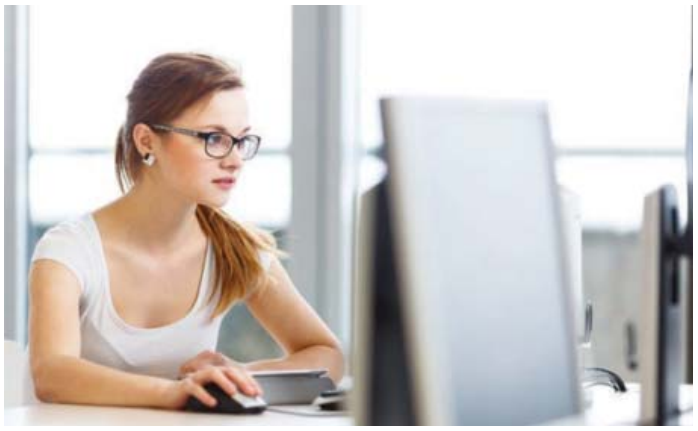

তবে এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করা মুখে বলা যতটা সহজ, কাজের দিক দিয়ে অতটা সহজ নয়। কারণ একটি অফিসে নানা ধরনের কর্মীরা কাজ করেন, তাঁদের ক্ষেত্রবিশেষে কাজের ধরন ও ব্যবহার একে অন্য জনের থেকে আলাদা। তাই এই ধরনের মনোভাব সকলের কাছ থেকে আশা করা বৃথা।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, কাজের জায়গায় যদি একজন কর্মী ভালো বন্ধু খুঁজে পান, সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর একজন সাপোর্ট সিস্টেম খুঁজে পান। তাঁরা আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে কাজটি করে যেতে পারেন।

কাজের জায়গায় হাসি মুখ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে শরীর ভালো থাকে। আর শরীর ভালো থাকলে কাজে আলাদা এনার্জি পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে অফিসের কোনও কর্মী আপনাকে কোনও কাজে সহযোগিতা করলে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়াটাও খুব জরুরি। এতে যাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সেই কর্মীটিরও আপনার প্রতি মনোভাব পালটে যায়। তিনিও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠেন। যার ফলে তিনিও কর্মস্থলে তাঁর ব্যবহারটি পালটে ফেলে সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবে

এরপর দুইয়ের পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- লোকসভা সচিবালয়ে ৩১ জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ
- ঝাড়খণ্ড সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ৩০১৯ সাব-ইনস্পেক্টর
- ৩০ ব্লক টেকনোলজি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ
- কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৯৯ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ
- আর্মিতে অফিসার নিয়োগ
- অয়েল ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন পদে ৪০ কর্মী নিয়োগ
- সারা ভারতের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকশো সহ-অধ্যাপক নিয়োগ
- উত্তরাখণ্ডের এইমসে ২৯০ নিয়োগ
- ন্যাশনাল টেস্ট হাউসে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল) পদে ৫১ জন কর্মী নিয়োগ
- পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে ভিলেজ কো-অর্ডিনেটর পদে ২০ নিয়োগ
- বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রামে ভর্তি
- ডাকযোগে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স
- আর্কিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন কোর্স
- বোকারো জেনারেল হাসপাতালে স্কুল অব নার্সিং
- বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের স্নাতক কোর্স
- তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনে ট্রেনিং

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

চিন্তা-ভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে

‘কেরিয়ার’ বেশ রাশভারী একটি শব্দ। আমাদের জীবনে হয়তো সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। তাৎপর্যপূর্ণ তার কারণ, আমাদের ছোট থেকেই, প্রায় স্কুললাইফ থেকেই এই বিষয়টা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। একটা ছোট বাচ্চাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও তবে সে নিজের ইচ্ছার কথা বলবে। হয়তো বলবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টিচার, পাইলট ইত্যাদি। এমনকী হয়তো সে এইসব প্রোফেশনের মানে অবধি বোঝে না। কিন্তু সে বলে, কারণ ওই বয়স থেকেই ‘কেরিয়ার’ শব্দটি তাদের মাথায় ঢুকে যায়, বলা ভালো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা হল, এত প্রয়োজনীয় একটা বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই কোনও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। এ-বিষয়ে সঠিক পথ দেখানোর জন্যও আমরা কাউকে পাই না। সবাই কিছু ধারণাকে পুঁজি করেই পরামর্শ দেয়। যেমন, ‘এখন কম্পিউটার সব জায়গায়, কম্পিউটার নিয়ে পড়লে ভালো চাকরি পাবে’ বা ‘এখন জেনারেল লাইনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই অন্য কিছু নিয়ে ভাবো’। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে অনেক বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত, তা কেউ বলেও না। আমরা নিজেরাও সে সম্পর্কে ভাবি না।

আমাদের অনেকের মতেই সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মানেই একটি ভদ্রস্থ বেতনের চাকরি। কিন্তু এর বাইরেও যে সম্মানজনক আরও অনেক কেরিয়ার আছে, তা আমরা খোঁজই রাখি না। সবার কথা শুনে যখন একটা কেরিয়ার বেছে নিই, দেখা যায় সে কাজ করতে গিয়ে তা আর ভালো লাগছে না।

কেরিয়ার প্ল্যানিংটা শুরু করা উচিত মাধ্যমিক বা তারও আগে থেকে। তখন থেকেই রিসার্চ করা উচিত কোন ফিল্ডের ডিমান্ড ভবিষ্যতেও ভালো থাকার সম্ভাবনা আছে। সেই ফিল্ডে যে কাজ করতে হবে, সে-সব কাজে নিজের আগ্রহ আছে কি না, কাজগুলো পছন্দ কি না। তারপর ভাবতে হবে সে কাজ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাতেও কিছু শেখানো হচ্ছে কি না। সেই কাজ করতে হলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন থাকলে তাও নিতে হবে। যা শেখা দরকার তা শিখতে হবে।

কেরিয়ার বলতেই আমরা যেটা ভালো বুঝি সেটা হল, কেরিয়ার হল অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যম। পড়াশোনা শেষ করে একটা ভালো বেতনের চাকরি পেতে হবে, এটাই অনেকের এক মাত্র মিশন। যদিও কেরিয়ার

নির্বাচনে সবচেয়ে জরুরি বিষয় এটি নয়, তবে দায়বদ্ধতার কারণে এটা আগে ভাবতে হয়।

শিক্ষাজীবনে আমাদের খুব কমজনেরই ধারণা থাকে যে, কেরিয়ার মাত্রই চাকরি নয়। উদ্যোক্তা হওয়া, ফ্রি-ল্যান্সার, স্বাধীন-কনসালটেন্ট হওয়া এরকম আরও অনেক কেরিয়ার আছে। উদ্যোক্তা হলে নিজের কাজের স্বাধীনতা যেমন থাকে, তেমনি অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল এসব ছাড়াও ইদানীং কিছু কেরিয়ার তৈরি হয়েছে, যাতে অনেকেই সফল হচ্ছেন। যেমন ফোটোগ্রাফি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মেকআপ আর্টিস্ট, স্টাইলিস্ট, কেরিয়ার গ্রুমিং, কর্পোরেট ট্রেনার, পাবলিক স্পিকার, ফ্যাশন ডিজাইনিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফিল্ম মেকিং, ইউটিউবিং, ব্লগিং ইত্যাদি। এসব বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার খুব একটা সুযোগ নেই, তবে এসব বিষয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষার চেয়েও ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিকালি শেখার প্রয়োজন খুব বেশি হয়। এগুলো খুব জনপ্রিয় পেশা হয়ে উঠছে দিন দিন।

কোনও একটি কেরিয়ার বেছে নিয়ে কিছু দিন পর যদি ভাবতে থাকেন এই কাজটি ভালো লাগছে না তবে সময় এবং পরিশ্রম দুটিই বিফলে যাবে, তাই প্রথমেই ভাবা উচিত কী ভালো লাগে। ভাবুন কী এমন কাজ যা করতে ভালো লাগে, যা করতে গিয়ে মনে হয় না কাজ করছেন। আর দেখুন সে কাজটা আসলে সিরিয়াস কেরিয়ার হিসাবে নেওয়া করা যায় কি না, বা এটা প্রচলিত কি না। ধরুন আপনি আঁকতে পছন্দ করেন। খুব ভালো আঁকেন। তাহলে আপনার জন্য ফ্যাশন ডিজাইনিং বা অন্যান্য ডিজাইনিংয়ের কেরিয়ার ভালো হবে। আবার ধরুন আপনি লেখালিখি ভালোবাসেন, তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য লেখালিখি করতে হয় এমন কাজ সবচেয়ে ভালো হবে।

কেরিয়ার তৈরির পড়াশোনা

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে কোন কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ

দ্বাদশ শ্রেণি থেকে প্রায় সকলের মধ্যে কেরিয়ার নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে যায়। সেইমতো সকলেই এগোতে থাকে নিজের নির্দিষ্ট কেরিয়ারের লক্ষ্যে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে আর চিন্তা নেই। জীবনজীবিকা প্রায় নিশ্চিত। তাই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা থাকে বেশিরভাগ পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের। সাধারণভাবে বিজ্ঞান বিভাগে ভালো নম্বর পাওয়া বা বিজ্ঞানে আগ্রহ থাকলেই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার কথা অনেকে ভাবতে শুরু করে। সন্তানদের ভালো লাগার কথা ভেবে অভিভাবকেরাও তাদের ইচ্ছেকে স্বীকৃতি দেন। তবে বিজ্ঞান ভালোবাসি মানেই আমাকে ইঞ্জিনিয়ার পেশাকে বেছে নিতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। কারণ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। অঙ্কে দক্ষতা এই বিষয়টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অঙ্ক করতে তোমার যদি ততটা ভালো না লাগে, তাহলে এই বিষয়টি নির্বাচন করা ভুল সিদ্ধান্তও হয়ে দাঁড়াতে পারে ভবিষ্যতে।

তবে অঙ্কের পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ের ওপর আগ্রহ থাকা দরকার। সেটি হল জীববিদ্যা। অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাম্প্রতিককালে প্রথম সারির সব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সিলেবাসে যুক্ত করা হয়েছে বা হচ্ছে বায়োইনফরমেটিকস। এই বিষয়ে গবেষণার সুযোগ প্রতিদিনই বাড়ছে। চাকরির দরজাও খুলতে চলেছে আগামিদিনে। আর এইক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের ন্যূনতম বায়োলজির জ্ঞানও প্রয়োজন। তাই বায়োলজিকেও গুরুত্ব দেওয়া খুব দরকার।

পরীক্ষা দিয়ে জয়েন্টে মেধা তালিকায় যারা প্রথম দিকে থাকবে, তাদের সাধারণত ভাবনার কিছু থাকে না। তারা সহজেই খ্যাতনামা কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সুযোগ পেয়ে যায়। চিন্তা তাদেরই, যারা মেধা তালিকায় কিছুটা পেছনের সারিতে থাকে। এক্ষেত্রে এটি স্বভাবতই একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

১) বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অনেকেরই পরিকাঠামোর মান নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। তাই বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত না হওয়াই ভালো। সংশ্লিষ্ট কলেজের সিনিয়রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিকাঠামো সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে, তারপর ভর্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

২) ওই কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে নিয়োগ বা প্লেসমেন্ট আগের বছরগুলিতে কোথায় কতটা হয়েছে, সেই ব্যাপারে খোঁজখবর করে নেওয়া প্রয়োজন।

৩) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের যোগ্যতা, পর্যাপ্ততা কেমন হওয়া উচিত, সে ব্যাপারে MHRD/UGC/AICTE-র স্পষ্ট মানদণ্ড আছে। সংশ্লিষ্ট কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এবং সম্ভব হলে ওখানকার বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই সমীচিন।

৪) প্রতিটি কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ওয়েবসাইট আছে। ভালো করে সেই ওয়েবসাইটগুলি ভালোভাবে দেখা উচিত। সেখানে কী ধরনের বা কী পরিমাণে গবেষণার কাজ হয়েছে বা হচ্ছে, সেখান থেকে এখন অবধি কতগুলি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি ভালো করে দেখো। GATE প্রভৃতি জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরীক্ষায় সেখানকার পড়ুয়াদের র‍্যাংক কেমন, সেটাও দেখা দরকার।

৫) অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত এনবিএ বা ন্যাক-এর অনুমোদন রয়েছে কি না বা Institute of National Importance-এর তকমা রয়েছে কিনা।

৬) নির্দিষ্ট কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়টি কী পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি প্রোজেক্ট করেছে বা করছে, সে বিষয়েও তথ্য ঘেঁটে নাও ওয়েবসাইট থেকে।

৭) আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদেরও কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসব ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে।

ব্যবসায় কেরিয়ার

মেশিনে রসগোল্লা তৈরি করে স্বনির্ভর হোন

রসগোল্লা একটি জনপ্রিয় মিষ্টি। কোনও শুভ অনুষ্ঠান এই মিষ্টি ছাড়া বৃথা। রসে ডোবানো এই সাদা রঙের মিষ্টিটির ওপর ভালোবাসা নেই এমন লোক মনে হয় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আট থেকে আশি— সকলেই রসগোল্লার প্রেমে অন্ধ। এই সমস্ত দিকের কথা বিচার করে আপনিও শুরু করতে পারেন মেশিনে রসগোল্লা তৈরির ব্যবসা।

১০ কেজি ছানা থেকে রসগোল্লা তৈরির পদ্ধতি: প্রথমে ৫ কেজি ছানা রসগোল্লা তৈরির স্বয়ংক্রিয় মেশিনের হপারে দেবেন। এরপর মেশিন চালু করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেই ছানা মাখা হয়ে ৩০ মিনিটে ২০০টি রসগোল্লা বল আকারে বেরিয়ে আসবে। এরপর আরও ৫ কেজি ছানা মেশিনের হপারে দেবেন। ফের একইভাবে ২০০টি রসগোল্লার বল তৈরি হবে। এরপর একটা কড়াইয়ে ৫ কেজি চিনির রস তৈরি করে তাতে ৪০০ পিস বল ফেলে ফুটিয়ে নিলেই রসগোল্লা তৈরি। সবশেষে বিক্রির জন্য এইগুলিকে বড় স্টিলের গামলায় ঢেলে রাখা যেতে পারে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব:

স্থায়ী মূলধন: নিজস্ব দোকান ঘর ১৮০ বর্গফুট। রসগোল্লা তৈরির স্বয়ংক্রিয় মেশিন ২,৬০,০০০ টাকা, ওজন মেশিন (১) ৪০০০ টাকা, বড় কড়াই (১টি) ও স্টিলের গামলা (২টি) ১০০০ টাকা, বিদ্যুৎ সংযোগ ৮০০০ টাকা, মেশিন ফিক্সিং ও ব্যবসার অন্যান্য খরচ ২০০০ টাকা। মোট ২,৭৫,০০০ টাকা।

প্রতিদিনের ব্যয়—

ছানা: (১০ কিলোগ্রাম, প্রতি কিলো ১৬০ টাকা) ১৬০০ টাকা। চিনি: (৫ কিলোগ্রাম, প্রতি কিলো ৪০ টাকা) ২০০ টাকা। ভাঁড়: ২৫ টাকা।

বিদ্যুৎ: প্রায় ৩ টাকা (মেশিনটির ক্ষমতা= ১/২ হর্সপাওয়ার বা ৩৭৩ ওয়াট। মেশিনটি ১ ঘণ্টা চলে এবং প্রতি ইউনিট ইলেকট্রিকের দাম ৭ টাকা)।

ঋণ: ৭০ টাকা। (প্রতি মাসে সুদসহ আসল ২১০০ টাকা পরিশোধ করতে হলে দৈনিক ৭০ টাকা রাখতে হবে।)

কর্মচারীকে পারিশ্রমিক ২০০ টাকা।

মোট ২০৯৮ টাকা।

প্রতিদিনের আয়: ১০ কেজি ছানা থেকে ৪০০ পিস রসগোল্লা তৈরি হবে। যে সাইজের মিষ্টি তৈরি করা হবে তার প্রতিটির দাম বাজারে ১০ টাকা হলেও, প্রতিটি ৬ টাকায় বিক্রি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, ১ পিস রসগোল্লার বিক্রয়মূল্য ৬ টাকা। ৪০০ পিস রসগোল্লা বিক্রয়মূল্য (৪০০ x ৬)= ২৪০০ টাকা। প্রতিদিনের লাভ: প্রতিদিনের আয় ২৪০০ টাকা এবং প্রতিদিনের ব্যয় ২০৯৮ টাকা।

সুতরাং দৈনিক লাভ= (২৪০০-২০৯৮) টাকা= ৩০২ টাকা। মাসিক লাভ=(৩০২ x ৩০) টাকা=৯০৬০ টাকা। তাই ভেবে-চিন্তে নেমে পরতে পারেন এই ব্যবসায়।

অফিসের যে কোনও পরিস্থিতি হাসি মুখে সামলান (প্রথম পাতার পর)

কর্মস্থলে একটি ভালো পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কর্মীদের মধ্যে একটি বন্ধনের সৃষ্টি হয়। ফলে উৎপাদন ভালো হয়। তবে কর্মক্ষেত্রের পুরো পরিবেশকে পাল্টানো কোনও দিনই সম্ভব নয়। এর মধ্যেই আপনাকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। কোনও কাজ অপছন্দ হলে, কোনও কর্মীর দিকে উত্তেজিত হয়ে কথা না বলে তাকে বুঝিয়ে বলুন। এতে পরিস্থিতি ভালো থাকে। তাতে যার উদ্দেশে বলছেন তিনিও বুঝতে পারবেন তার কোথায় ভুল হয়েছে।

কোম্পানিতে ভালো পরিবেশ তৈরি করতে হলে, কর্মী নিয়োগের সময় কর্তৃপক্ষের এই বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার। একজন কর্মীর কাছে কর্তৃপক্ষ কী আশা করছে সেটি বুঝিয়ে বলা দরকার। তাহলে যে নিযুক্ত হচ্ছেন তারও বুঝতে সুবিধা হবে, তাকে কোম্পানিতে কীভাবে কাজ করতে হবে। প্রথম থেকে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যে সেই যোগাযোগ বজায় থাকলে দু’পক্ষেরই কাজ করতে সুবিধা হবে। এতে একটি কোম্পানিতে সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকবে। কর্তৃপক্ষ যেভাবে কর্মীদের কাছ থেকে ব্যবহার আশা করছেন, তাদের সেই আশা পূর্ণ হবে।

পুরো চার পাতা জুড়ে অসংখ্য চাকরির খবর

৩
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট ২০১৭

পেশা যখন লাইব্রেরিয়ান

গ্রন্থাগার শুধুমাত্র গ্রন্থের সমাহার নয়, বিপুল তথ্যভাণ্ডারও।

ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় পাঠক এখন ব্যবহারকারী বা ইউজার আর লাইব্রেরিয়ান হলেন ইনফরমেশন প্রোভাইডার বা তথ্য নির্দেশক। অনলাইন পদ্ধতিতে ঘরে বসেই নিজের পছন্দমতো বইয়ের খোঁজ পাচ্ছেন পাঠক। সেজন্য একজন গ্রন্থাগারিককে বলা হয় ইনফরমেশন অফিসার বা ইনফরমেশন পার্সোনেল।

একজন গ্রন্থাগারিক-এর মুখ্য দায়িত্ব ও কাজ হল গ্রন্থাগারের বই নির্বাচন, বর্গীকরণ, সূচিকরণ, গ্রন্থের বিন্যাস ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, সার্কুলেশন, পাঠক বা ব্যবহারকারী বা গবেষকদের সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, তথ্য সরবরাহ করা, গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেওয়া এবং গ্রন্থাগার ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন। গ্রন্থাগারটি যে-এলাকায় আছে সেখানকার মানুষদের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহল থাকা এবং সেইভাবে বই বাছাই করা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কাজ।

গ্রন্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারকারীর প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার আছে। যেমন—

সাধারণ গ্রন্থাগার: এই বিভাগে আছে সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরি। রাজ্যের সব গ্রন্থাগারের কার্যধারা অনেকটা পিরামিডের আকারের। শীর্ষে আছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। তার নীচে আছে সরকারপোষিত জেলা গ্রন্থাগার। এর পর আছে মহকুমা/টাউন লাইব্রেরি ও তারপর আছে প্রাথমিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার। পশ্চিমবঙ্গে এখন গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা দপ্তরের অধীন সরকারি ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগার আছে। এর মধ্যে সরকারি গ্রন্থাগার আছে ১২টি। এছাড়াও আছে গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড ও এডেড লাইব্রেরি।

অ্যাকাডেমিক লাইব্রেরি: এই বিভাগে আছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার।

বিশেষ গ্রন্থাগার (স্পেশাল লাইব্রেরি): এই ধরণের গ্রন্থাগারে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষ ধরনের বই থাকে। মূলত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার বিশেষ লাইব্রেরি নামে পরিচিত।

জাতীয় গ্রন্থাগার: সব গ্রন্থাগারের শীর্ষে আছে জাতীয় গ্রন্থাগার। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে সব ধরনের রেফারেন্স বই, দুষ্প্রাপ্য বই ও পাণ্ডুলিপি। সাধারণ পাঠক, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের কাছে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম।

এছাড়াও আছে কমিউনিটি লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের লাইব্রেরি, ক্লাব লাইব্রেরি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইব্রেরি, কর্পোরেট সংস্থার লাইব্রেরি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়ার সম্ভাবনা আছে। পেশাদারদের সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে— লাইব্রেরিয়ান, অ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি অফিসার, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনফরমেশন লাইব্রেরিয়ান, ইনফরমেশন অ্যানালিস্ট, নলেজ ম্যানেজার, প্রোফেসর, ডিরেক্টর হেড বা অধ্যক্ষ ইনফরমেশন সেন্টার।

সংস্থা অনুসারে লোক নেওয়ার পদ্ধতিও আলাদা। শিক্ষাগত যোগ্যতাও আলাদা লাগে।

(১) সরকার ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগার: রাজ্যে এখন আছে গ্রন্থাগার দপ্তরের অধীন সরকারি ও সরকার পোষিত সব লাইব্রেরি। এর মধ্যে সরকারি গ্রন্থাগার ১২টি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা নগর গ্রন্থাগার এবং জেলা লাইব্রেরির ক্ষেত্রে অফিসার পোস্টে যোগ দেওয়ার জন্য দরকার যে কোনও শাখার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাস। সেই সঙ্গে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রি থাকলে ভালো হয় বা যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস এবং সেই সঙ্গে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স করা থাকলেও আবেদন করা যায়। পেশাদারি যোগ্যতার সাথে প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস এবং সেই সঙ্গে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স করা থাকতে হবে। টাউন এবং গ্রামীণ লাইব্রেরির ক্ষেত্রে লাইব্রেরি সায়েন্সের সার্টিফিকেট পাস ডিগ্রিধারীরাও যোগ্য। এক্ষেত্রে ৩ বছরের গ্রন্থাগার এবং তথ্যকেন্দ্রে প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। গঠন অনুসারে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ করা হয়। সরকারি গ্রন্থাগারে কাজের লোক নেওয়া হয় এইসব পদে:

লাইব্রেরিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যাটালগার এবং লাইব্রেরি অ্যাটেন্ড্যান্ট।

(২) সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য গ্রন্থাগার: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ছাড়াও নন্দন, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, ইনস্টিটিউট অব লোকাল অ্যান্ড আরবান স্টাডিজ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পর্ষদ, বিধানসভা, ভূমি-রাজস্ব দপ্তর, বিচার বিভাগ, এটিআই, রাজ্য সংগীত আকাদেমি, বাংলা আকাদেমি, বাংলা আর্কাইভ ইত্যাদি সংস্থার লাইব্রেরিয়ান বা অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ও সেই সঙ্গে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাস।

(৩) বেসরকারি সংস্থার প্রাইভেট লাইব্রেরি: আমেরিকান সেন্টার, ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতো নামী সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাইভেট গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষত ট্রেনি হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়-এর ক্ষেত্রে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশনে ডিগ্রি কোর্স বা পোস্টগ্র্যাজুয়েট পাস এবং সামান্য অভিজ্ঞতা থাকলে এই সমস্ত সংস্থাতে যোগ দেওয়া যায়।

(৪) বিশেষ লাইব্রেরি: বিশেষ ধরনের লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ান হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট এবং লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে ডিগ্রি কোর্স পাস হলে প্রাধান্য পাওয়া যায়।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি: জাতীয় গ্রন্থাগারে লাইব্রেরিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি অফিসার, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনফরমেশন লাইব্রেরিয়ান, ইনফরমেশন অ্যানালিস্ট, ডকুমেন্টেশন অফিসার, ডকুমেন্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে লোক নেওয়া হয়। এইসব পোস্টে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকতে হবে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর বিভিন্ন স্তরের যোগ্যতার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হয়ে থাকে।

(৬) স্কুলে চাকরি: পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত বিভিন্ন স্কুলে লাইব্রেরিয়ান পদে লোক নেওয়া হয়। প্রার্থী বাছাই করে কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে গড়ে ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস, সেই সঙ্গে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাস। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্যানেল তৈরি করা হয়।

(৭) নবোদয় বিদ্যালয়ে চাকরি: কেন্দ্রীয় সরকার নবোদয় সমিতি পোষিত সারা ভারতের বিভিন্ন নবোদয় বিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান পদে লোক নেওয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাস বা যে কোনও শাখায় লাইব্রেরি সায়েন্সের ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স।

(৮) কলেজে চাকরি: রাজ্যে সরকারি বা বেসরকারি সব কলেজের গ্রন্থাগারে লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি ক্লার্ক-এর পদে লোক নেওয়া হয়। উভয়ক্ষেত্রেই লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে ৫৫% নাম্বার সহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকা দরকার এবং যে কোন একটি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকা দরকার এবং নেট ও সেট কোয়ালিফাই হতে হবে। সরকারি কলেজে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর সরকার অনুমোদিত কলেজে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন প্রার্থী বাছাই করে থাকে।

(৯) বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি: বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে যেমন আছে বিভিন্ন চাকরির সুযোগ তেমনি লাইব্রেরি ও ইনফরমেশন সায়েন্সে অধ্যাপনার সুযোগও আছে। ২টি ক্ষেত্রেই পদ ও বেতনক্রমে পেশাটি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। উল্লেখ্য পদগুলি হল— ইউনিভার্সিটি ইউনিক লাইব্রেরিয়ান, ডেপুটি ইউনিক লাইব্রেরিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউনিক লাইব্রেরিয়ান, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নেট এবং সেট পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হয়। লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে অন্তত ৫৫% সহ উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা (তফসিলি/প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০%) নেট পরীক্ষায় বসতে পারেন। এতে উত্তীর্ণ হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর, রিসার্চ ফেলো এবং সমতুল পদে চাকরি করতে পারেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকগণ শিক্ষকদের সমতুল মাইনে ও মর্যাদা পান এবং পদোন্নতির সুযোগও আছে।

(১০) কাজের অন্যান্য ক্ষেত্র: এছাড়াও কাজের সুযোগ আছে এই সব জায়গায়— (ক) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, (খ) প্রকাশনা সংস্থা, (গ) বিজনেস হাউস, (ঘ) স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ সংস্থা, (ঙ) বিদেশি দূতাবাস ও হাইকমিশন, (চ) রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, (ছ) লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক, (জ) গ্যালারি, (ঝ) আর্কাইভ, (ঞ) জাদুঘর, (ট) ডকুমেন্টেশন সেন্টার, (ঠ) বেতার কেন্দ্রে লাইব্রেরি, (দ) বৈদ্যুতিন চ্যানেলে লাইব্রেরি, (ধ) ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, (ন) রেল ও ব্যাংক-এর পরিষেবা সংস্থায় কাজের সুযোগ।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোর্স: লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে পড়ানো হয় সার্টিফিকেট কোর্স, ডিগ্রি কোর্স আর মাস্টার ডিগ্রি কোর্স। এছাড়াও করা যায় এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরেট।

কোথায় কী ধরনের কোর্স পড়ানো হয়: লাইব্রেরি সায়েন্সের সার্টিফিকেট কোর্স করা হয় পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে: (১) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (২) কালিম্পংয়ের গভর্নমেন্ট জনতা (পিপলস) কলেজ (৩) বাণীপুরের গভর্নমেন্ট পিপলস (জনতা) কলেজ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয় এই দুটি সেশনে: উইকএন্ড সেশন ও সামার সেশন। উইকএন্ড সেশন-১০ মাসের কোর্স নভেম্বর থেকে আগস্ট। জুন-জুলাইয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বার হয় এবং ক্লাস সপ্তাহে ২ দিন শনি এবং রবিবার।

সামার সেশন: ৬ মাসের কোর্স মার্চ থেকে আগস্ট। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বার হয় এবং ক্লাস সপ্তাহে ৫ দিন।

উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার যে কোনও বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পাস। কর্মরত প্রার্থীরা মাধ্যমিক যোগ্যতার হলে ও সেই সঙ্গে ৫ বছরের পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারের কর্মী হলে আবেদনযোগ্য। যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি১৩৪, সিআইটি রোড, স্কিম ৫২। কলকাতা ৭০০০১৪। ফোন-০৩৩ ৬৫৩৩২১০২।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট ২০১৭

লোকসভা সচিবালয়ে ৩১ জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ

লোকসভা সচিবালয়ে জুনিয়র ক্লার্ক নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৭/২০১৭।

শূন্যপদের বিন্যাস: মোট শূন্যপদ ৩১ (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ৯) এর মধ্যে ১টি পদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। এই ৩১টি পদের জন্য ২৬ জন নেওয়া হবে ইংরেজি বিভাগে এবং ৫ জন নেওয়া হবে হিন্দি/উভয়ভাষী বিভাগে।

বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা।

যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও শাখায় ব্যাচেলর ডিগ্রি। সেই সঙ্গে হিন্দি/ইংরেজিতে মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার গতি থাকতে হবে। হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় মিনিটে ৪০টি শব্দ টাইপ করার গতি থাকলে অগ্রাধিকার। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই)/ডিপার্টমেন্ট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যাক্রেডিটেশন অব কম্পিউটার কোর্সেস (ডোয়েক) স্বীকৃত কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোর্স অথবা ডোয়েকের 'ও' লেভেল কোর্সের সমতুল সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বয়স: বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ২৭ বছর। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

লিখিত পরীক্ষা ও টাইপিং টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে দুটি ধাপে: প্রিলিমিনারি ও মেইন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে, ১০০টি ১ নম্বরের মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্নের ওপর। সময় ৫০ মিনিট। প্রশ্ন থাকবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে। প্রথম ধাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মেইন পরীক্ষা। মেইন পরীক্ষায় এসে, লেটার এবং গ্রামার বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সময় ২ ঘণ্টা এবং টাইপিং টেস্টের পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের। সময় ১০ মিনিট। সিলেবাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: http://www.loksabha.nic.in.

অনলাইন আবেদন করতে হবে ৯ আগস্টের মধ্যে ওপরের ওয়েবসাইটে। প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করার আগে প্রার্থীর ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। ছবি ও সই ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। অন্যান্য আরও তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ঝাড়খণ্ড সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ৩০১৯ সাব-ইনস্পেক্টর

ঝাড়খণ্ড সরকারের অধীনে হোম, কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর, পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ও সার্জেন্ট পদে ৩,০১৯ জন লোক নিচ্ছে।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। শরীরের মাপজোক হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৬০ সেমি (ঝাড়খণ্ডের তফসিলিদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি), বুকের ছাতি ৮১ সেমি (ঝাড়খণ্ডের তফসিলি হলে ৭৯ সেমি)। মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৪৮ সেমি রং চেনার দক্ষতা থাকতে হবে। শরীরে কোনও রোগ থাকলে যোগ্য নন। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা ও শিরাস্ফীতি থাকলে যোগ্য নন। বয়স হতে হবে ১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২১ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। শূন্যপদ: পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর পদে ২৪৮৩টি (সাধারণ ১২৭৪, তফসিলি জাতি ২১৮, তফসিলি উপজাতি ৬৮৪, অন্যান্য ৩০৭)। এর মধ্যে মহিলা ১২৪টি।

পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ৪৮৮ (সাধারণ ২৪৪, তফসিলি জাতি ৪৯, তফসিলি উপজাতি ১২৭, অন্যান্য ৫৮)। এর মধ্যে মহিলা ২৪টি। সার্জেন্ট ৪৮টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১২, অন্যান্য ৬)। এর মধ্যে মহিলা ২টি।

প্রার্থী বাছাই করবে ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন। ২০১৭ সালের ঝাড়খণ্ড কম্বাইন্ড পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর কম্পিটিটিভ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে অনলাইনে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। ২ ঘণ্টার পরীক্ষায় ৩৬০ নম্বরের অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: ক) জেনারেল স্টাডিজ ৯০ নম্বর, খ) জেনারেল ম্যাথমেটিক্স-৬০ নম্বর, গ) জেনারেল সায়েন্স ৬০ নম্বর, ঘ) বেসিক নলেজ (ঝাড়খণ্ড রাজ্য)-৯০ নম্বর, ঙ) মেন্টাল এবিলিটি-৬০ নম্বর। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা হবে। এরপর হবে অনলাইনে মেইন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় থাকবে এই ৩টি পেপার: ১) এই পেপারে থাকবে জেনারেল ইংলিশ-১৮০ নম্বর, জেনারেল হিন্দি-১৮০ নম্বর। ২) ১০০টি মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে বাংলা/ইংরেজি/ সাঁওতালি/ওড়িয়া/সংস্কৃত বিষয়ে। ৩) এই পেপারে থাকবে এই ৫টি পার্ট— ক) জেনারেল স্টাডিজ ৩০টি, খ) জেনারেল সায়েন্স ২০টি, গ) বেসিক অ্যারিথমেটিক ২০টি, ঘ) মেন্টাল এবিলিটি ২০টি, ঙ) বেসিক নলেজ (ঝাড়খন্ড) ২০টি, চ) কম্পিউটার নলেজ ২০টি।

প্রতিটি পেপারে থাকবে ২ ঘণ্টা। সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় ১ ঘণ্টায় ১০ কিমি দৌড় আর মেয়েদের বেলায় ৪০ মিনিটে ৫ কিমি দৌড়। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা। এরপর সফল হলে মেইন পরীক্ষা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ০৫/২০১৭।

১৩ আগস্টের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটে: www.jssc.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। পরীক্ষার ফি-বাবদ ৪৬০ টাকা জমা দিতে হবে ১৬ আগস্টের মধ্যে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৩০ ব্লক টেকনোলজি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ

পুরুলিয়া জেলায় আতমা প্রকল্পের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 349(48) /ATMA, Dated: 12/07/2017.

৪টি ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার এবং ২৬টি অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, এগ্রিকালচার বা সমগোত্রীয় ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং কম্পিউটার স্কিল থাকতে হবে। এছাড়া এগ্রিকালচার-বিষয়ক ফিল্ডে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ১-০১-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ বছর। মূল বেতন: ২০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকা মোবিলিটি চার্জ প্রতি মাসে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে এগ্রিকালচার/ হর্টিকালচার/ইকনমিক্স/মার্কেটিং/ভেটেরিনারি সায়েন্স/ এআরডি/ফিশারিজ বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট।

বয়সসীমা: ১-০১-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী বয়স হতে হবে ৪৫ বছরের মধ্যে। মূল বেতন: ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকা মোবিলিটি চার্জ প্রতি মাসে।

প্রার্থীদের প্রথমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে www.purulia.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। অনলাইন আবেদন করার পর একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এরপর আবেদনটির প্রিন্টআউট নিয়ে, তার সঙ্গে সমস্ত নথি স্বপ্রত্যয়িত করে এবং সাম্প্রতিক রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফোটো দিতে হবে। প্রয়োজনীয় নথির মধ্যে আইডেনটিটি প্রুফ, বয়সের প্রমাণপত্র, রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ, জাতিগত শংসাপত্র, কম্পিউটার সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি দিতে হবে। অনলাইন আবেদন করতে হবে ১৬ আগস্টের মধ্যে। ১৭ আগস্টের মধ্যে ডাকযোগে আবেদনপত্র পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Office of the Project Director, ATMA, Within the premises of Deputy Director of Agriculture (Admin.), Krishi Bhavan, Near Webel IT park, North Lake Road, Purulia, Pin-723101.

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৯৯ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৯৯ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব শাখায়: ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

ইলেকট্রনিক্স: অঙ্ক বা ফিজিক্স অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। ইলেকট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। শূন্যপদ: ৬০টি (সাধারণ ২৮, ওবিসি ১৪, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৫)।

কম্পিউটার সায়েন্স: অঙ্ক বা ফিজিক্স অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিগ্রি কোর্স পাসরাও যোগ্য। কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ইনফরমেশন টেকনোলজির ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলেও যোগ্য। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। শূন্যপদ: ৩৯টি। সাধারণ ১৮, ওবিসি ৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪।

দুই পদের ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। মূল বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটারবেসড লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, গুয়াহাটি, নয়াদিল্লি, জয়পুর, শিলচর, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও কেরলে ২৬ ও ২৭ আগস্ট। ২ ঘণ্টার পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল সায়েন্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং ও ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

দরখাস্তের করতে হবে অনলাইনে ১১ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: http://ntrorectt.in এজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও নীচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নিতে হবে: ১) পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (২০ থেকে ৪০ কেবির মধ্যে), ২) সিগনেচার (১০ থেকে ২০ কেবির মধ্যে), ৩) মাধ্যমিকের মার্কশিট (১২০ থেকে ১৫০ কেবির মধ্যে), ৪) শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট (১২০ থেকে ১৫০ কেবির মধ্যে), ৫) কাস্ট সার্টিফিকেট (১২০ থেকে ১৫০ কেবির মধ্যে), ৬) প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট (১২০ থেকে ১৫০ কেবির মধ্যে)। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

আর্মিতে অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় সেনাবাহিনী এনসিসি পাস করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে শর্ট সার্ভিস কমিশনে এনসিসি স্পেশাল এন্ট্রি স্কিমে ৪৩তম কোর্সে কিছু অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা মোট ৫০% নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বর্ষের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের ক্ষেত্রে প্রথম ২ বছরে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এনসিসির সিনিয়র ডিভিশনে অন্তত ২ বছর থাকার পর 'সি' সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্তত 'বি' গ্রেড থাকা দরকার। বয়স হতে হবে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ছেলেদের বেলায় ১৫৭.৫ সেমি আর মেয়েদের বেলায় ১৫২ সেমি। ছেলেদের বেলায় ওজন বয়সের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আর মেয়েদের বেলায় ৪২ কেজি। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮ আর মায়োপিয়া-৩.৫০ এর কম। শুরুতে ৪৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে, আগামী বছর এপ্রিলে। তখন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে মাসে ২১,০০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি। প্রথমে ৬ মাস প্রোবেশনে থাকতে হবে। মূল মাইনে: ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫৫টি (তরুণ ৫০, তরুণী ৫)।

দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের গ্রুপ টেস্ট, ইন্টারভিউ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের কললেটার পাঠানো হবে। ৫ দিনের পরীক্ষা। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ২৩ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in বিস্তারিত তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট ২০১৭

অয়েল ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন পদে ৪০ কর্মী নিয়োগ

সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র অফিসার এবং সিনিয়র কেমিস্ট পদে ৪০ জন কর্মী নেবে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড। নিয়োগ করা হবে গ্রেড 'সি' ক্যাটেগরিতে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: EXRECT/2017/GR.C.

শূন্যপদের বিবরণ: পোস্ট কোড DR: 01: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-ড্রিলিং: ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক।

পোস্ট কোড PL: 01: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-পাইপলাইন: ৪ টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। অটোমেশন, অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ম্যানুফ্যাকচারিং, পাওয়ার, প্রোডাকশন, মাইনিং এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকরা আবেদন করবেন না।

পোস্ট কোড PD:01: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার প্রোডাকশন: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল বা পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম টেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অটোমেশন, অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ম্যানুফ্যাকচারিং, পাওয়ার, প্রোডাকশন, মাইনিং এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকরা আবেদন করবেন না।

পোস্ট কোড CH:01: সিনিয়র কেমিস্ট/ সিনিয়র রিসার্চ সায়েন্টিস্ট: ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তরে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে।

পোস্ট কোড HR:01: সিনিয়র অফিসার-হিউম্যান রিসোর্স: ৩ টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

পোস্ট কোড IT:01: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার - আই টি/ইআরপি: ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে স্নাতক।

পোস্ট কোড ECE :01: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-টেলিকম/ ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৬টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক।

পোস্ট কোড: HSE:01: সিনিয়র অফিসার-এইচ এস ই / সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ফায়ার সার্ভিস: ৭টি (সাধারণ ৫, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা এনভায়রনমেন্ট বা এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হেলথ সেফটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

সবকটি পদের ক্ষেত্রেই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ৬০% নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: ১২-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩২ বছরের (স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ৩৪ বছরের) মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৩২,৯০০-৫৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.oilindia.com অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফোটো, কালো কালিতে করা সই এবং স্ক্যান করা প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। আবেদনের সময় প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন।

ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইন আবেদন সাবমিট করার ২৪ ঘণ্টা পর ফের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটা কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করে পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

সারা ভারতের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকশো সহ-অধ্যাপক নিয়োগ

সারা ভারতের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গুয়েজ-সহ), সোশ্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও ইলেকট্রনিক সায়েন্স ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকশো লেকচারার পদে চাকরি/জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট) পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। এই পরীক্ষা নেবে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন।

ওইসব বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট ৫৫% (ওবিসি, তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর থাকলে আবেদন করতে পারেন। এ-বছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থী কিংবা যাঁদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ফল এখনও বেরোয়নি তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের ক্ষেত্রে নেট পরীক্ষার ফল বেরোনোর ২ বছরের মধ্যে ওই শতকরা হারে নম্বর পেয়ে পাশ করার বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে।

১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের আগে যাঁরা মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাস করে পিএইচডি করেছেন, তাঁরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। ২০০৯ সালের ইউজিসি আইনানুযায়ী, পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদের জন্য এই 'নেট' পরীক্ষা দিতে হবে না। ২০০২ সালের ১ ডিসেম্বরের আগে 'সেট' পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করে থাকলে সারা ভারতের যে কোনও জায়গায় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের জন্য 'নেট' পরীক্ষা দিতে হবে না। ২০০২ সালের ১ ডিসেম্বরের পর সেট কোয়ালিফাই করলে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পরীক্ষার ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১-১২-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ওবিসি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মেয়েরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন। তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের জন্য বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। এই পরীক্ষায় পাস করলে সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন বা, মাসিক স্টাইপেন্ড নিয়ে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে পড়াশোনা চালাতে পারবেন। সফল হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদে চাকরি। ফেলোশিপের জন্য যাঁরা এই পরীক্ষায় পাস করবেন, তাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের যোগ্যতা পাবেন। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের পরীক্ষায় পাস করলে জুনিয়র ফেলোশিপের যোগ্যতা পাবেন।

২০১৭ সালের নেট পরীক্ষা হবে ৫ নভেম্বর। এই পরীক্ষায় থাকবে ৩টি পত্র। সব পেপারেই অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: টেস্ট অব রিজনিং এবিলিটি, কমপ্রিহেনশন, ডাইভারজেন্ট থিংকিং অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। এই পেপারে মোট ৬০টি প্রশ্ন হবে। এর মধ্যে ৫০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে থাকবে ২ নম্বর। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পরীক্ষা হবে সাড়ে ৯টা থেকে ১০.৪৫ পর্যন্ত। ২) দ্বিতীয় পেপারে অবজেকটিভ টাইপের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। এই পেপারে মোট ৫০টি প্রশ্ন থাকবে ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ২ নম্বর। সময় থাকবে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পরীক্ষা হবে ১১.১৫ থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। ৩) তৃতীয় পেপারে অবজেকটিভ টাইপের ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। এই পেপারে মোট ৭৫টি প্রশ্ন হবে ও প্রতি প্রশ্নে থাকবে ২ নম্বর। সময় থাকবে আড়াই ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং নেই।

পরীক্ষা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য ও সিলেবাস জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ugc.ac.in সাধারণ প্রার্থীরা প্রথম ও দ্বিতীয় পেপারে ৪০ (ওবিসি, প্রতিবন্ধী, তফসিলি হলে ৩৫) আর তৃতীয় পেপারে ৭৫ (৫০%) (ওবিসি, তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৬০ (৪০%) নম্বর পেলে সফল হবেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেপারের পরীক্ষা হবে এইসব বিষয়ের মধ্যে যে-বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন (ব্র্যাকেটে বিষয়ের কোড): অর্থনীতি (১), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (২), দর্শন (৩), মনস্তত্ত্ব (৪), সমাজতত্ত্ব (৫), ইতিহাস (৬), নৃতত্ত্ব (৭), বাণিজ্য (৮), শিক্ষা (৯), সোশ্যাল ওয়ার্ক (১০), ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্যাটেজিক স্টাডিজ (১১), হোম সায়েন্স (১২), গণ প্রশাসন (১৪), পপুলেশন স্টাডিজ (১৫), সংগীত (১৬), ম্যানেজমেন্ট (১৭), বাংলা (১৯), হিন্দি (২০), সংস্কৃত (২৫), ইংলিশ (৩০), লিঙ্গুয়িস্টিকস (৩১), অসমীয়া (৩৬), লেবার ওয়েলফেয়ার, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, লেবার ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (৫৫), আইন (৫৮), লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স (৫৯), মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম (৬৩), ডান্স (৬৫), মিউজিওলজি ও কনজারভেশন (৬৬), আর্কিওলজি (৬৭), ক্রিমিনোলজি (৬৮), কম্পারেটিভ লিটারেচার (৭২), উইমেন স্টাডিজ (৭৪), ভিশ্যুয়াল আর্ট (ড্রয়িং ও পেন্টিং, স্কাল্পচার, গ্রাফিক্স, অ্যাপ্লায়েড আর্ট, হিস্ট্রি অব আর্ট) (৭৯), ভূগোল (৮০), সোশ্যাল মেডিসিন অ্যান্ড কমিউনিটি হেলথ (৮১), ফরেনসিক সায়েন্স (৮২), কম্পিউটার সায়েন্স ও অ্যাপ্লিকেশন (৮৭), ইলেকট্রনিক সায়েন্স (৮৮), এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স (৮৯), ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ (৯০), মানবাধিকার ও কর্তব্য (৯২), ট্যুরিজম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (৯৩), সাঁওতালি (৯৫), রবীন্দ্রসংগীত (৯৭), ড্রামা/থিয়েটার (৯৯)।

প্রার্থী বাছাই করবে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন। এই পরীক্ষা হবে ৫ নভেম্বর। পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান (৮৭), কলকাতা (৮৯), দার্জিলিং (৮৮)। অসমের গুয়াহাটি (৬), শিলচর (৭), ডিব্রুগড় (৮), তেজপুর (৯)। বিহারের ভাগলপুর (১০), পটনা (১১)। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি (৩০)। ওড়িশার বেরহামপুর (৫৬), ভুবনেশ্বর (৫৭), সম্বলপুর (৫৮)। সিকিমের গ্যাংটক (৬৮)। ত্রিপুরার আগরতলা (৭৪)। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ৩০ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.cbsenet.nic.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নেবেন।

এরপর যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর পেমেন্ট অপশনে যাবেন। পরীক্ষার ফি-বাবদ নির্দিষ্ট টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ই-চালানে জমা দেবেন ৩১ আগস্টের মধ্যে। টাকা চালানে জমা দিলে ওয়েবসাইট থেকে চালানের কপি ডাউনলোড করে নেবেন ও পরীক্ষার ফি সিন্ডিকেট ব্যাংক, কানাড়া ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংকে বা এইচডিএফসি ব্যাংকে জমা দেবেন।

প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর 'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট ২০১৭

উত্তরাখণ্ডের এইমসে ২৯০ নিয়োগ

উত্তরাখণ্ডের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, স্টাফ নার্স গ্রেড -I, হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট গ্রেড -III, স্টোরকিপার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২৯০ জন লোক নিচ্ছে।

কারা কোন পদে যোগ্য: স্টাফ নার্স গ্রেড-I: বিএসসি নার্সিং কোর্স পাসরা আবেদনের যোগ্য। বিএসসি নার্সিং (পোস্ট বেসিক)-এর ২ বছরের কোর্স পাস হলেও যোগ্য। ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিল বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কোনও ১০০ শয্যার হাসপাতালে স্টাফ নার্স গ্রেড -II পদে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২৫টি (সাধারণ ৬৫, ওবিসি ৩৩, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৯)।

হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট গ্রেড-III (নার্সিং অর্ডারলি): মাধ্যমিক পাসরা কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান যেমন, সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স থেকে হসপিটাল সার্ভিসের সার্টিফিকেট কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ১০০টি (সাধারণ ৫১, ওবিসি ২৭, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭)।

স্টোরকিপার কাম ক্লার্ক: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা স্টোরের কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করতে পারেন। মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪০টি (সাধারণ ২২, ওবিসি ১০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩)।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটারে কাজ চালানোর দক্ষতা থাকলে আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে: ৪,২০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৫টি (সাধারণ ১৫, ওবিসি ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)।

সবক্ষেত্রে তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে উত্তরাখণ্ডে। সফল হলে ইন্টারভিউ। লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.aiimsr-ishikesh.edu.in এজন্য প্রার্থীর বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ৫০ কেবির মধ্যে আর সই ৩০ কেবির মধ্যে জেপিজি ফরম্যাটে স্ক্যান করে নিতে হবে। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষার ফি-বাবদ ৩,০০০ টাকা (তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ১০০০ টাকা) দিতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রতি সপ্তাহে থাকছে কয়েকশো চাকরির খবর

ন্যাশনাল টেস্ট হাউসে মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল) পদে ৫১ জন কর্মী নিয়োগ

মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (টেকনিক্যাল) পদে ৫১ জন কর্মী নিয়োগ করবে ন্যাশনাল টেস্ট হাউস। এটি কেন্দ্রের উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য এবং জনবণ্টন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। নিয়োগ করা হবে কলকাতা, মুম্বই, গাজিয়াবাদ ও গুয়াহাটিতে সংস্থার বিভিন্ন রিজিয়নাল অফিসে।

শূন্যপদের বিন্যাস: পূর্বাঞ্চল রিজিয়ন, কলকাতা: ২৮টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৭)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের সংরক্ষিত থাকবে।

উত্তরাঞ্চল রিজিয়ন, গাজিয়াবাদ: ৯ টি (সাধারণ)। দক্ষিণাঞ্চল রিজিয়ন, চেন্নাই: ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। পশ্চিমাঞ্চল রিজিয়ন, মুম্বই: ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। উত্তর-পূর্বাঞ্চল রিজিয়ন, গুয়াহাটি: ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ড্যান্ট পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স: ২০-০৮-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৮,০০০-৫৬,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.nth.gov.in আবেদনপত্র হাতে লিখে পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রার্থী যে-রিজিয়নের শূন্যপদের জন্য আবেদন করছেন, প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরখাস্ত সংস্থার সেই রিজিয়ন অফিসে পাঠাতে হবে ২০ আগস্টের মধ্যে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) প্রার্থীর এককপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।

২) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা এবং ২২ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো দুটি খাম।

দরখাস্ত পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Director, National Test House (ER) Block- CP, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091.পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Director, National Test House (WR), Plot No.F-10, MIDC, Andheri (E), Mumbai-40093. দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষেত্রে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Director, National Test House (SR), Tharamani, Chennai-600113. উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Director, National Test House (NR), Kamala Neheru Nagar, Ghaziabad-201002. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Scientist In-charge, National Test House (NER), Kalapahar, CITI Complex, Guwahati-781016.

বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

১১)সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার

৯৯ জন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন। ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার শাখায় নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে এনটিআর ও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এগজামিনেশন ২০১৭-র মাধ্যমে।

শাখা অনুসারে শূন্যপদ: ইলেকট্রনিক্স: ৬০টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৪)। এর মধ্যে অস্থি ও শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ১টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যতম বিষয় হিসাবে ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স নিয়ে বিএসসি ডিগ্রি অথবা ইলেকট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের মধ্যে কোনও একটি শাখায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত টেকনিক্যাল প্রোফিশিয়েন্সি সার্টিফিকেট। কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে।

কম্পিউটার সায়েন্স: ৩৯টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ৯)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যতম বিষয় হিসাবে ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স নিয়ে বিএসসি ডিগ্রি অথবা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি, অথবা কম্পিউটার, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইনফরমেশন টেকনোলজির মধ্যে কোনও একটি শাখায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা অথবা সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত টেকনিক্যাল প্রোফিশিয়েন্সি সার্টিফিকেট।

বয়স: সবক্ষেত্রেই ৪-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১৯ ও ২০ আগস্ট। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষায় শাখা অনুসারে ১০০টি প্রশ্ন হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ৪। সময় ২ ঘণ্টা। প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট শাখার বিষয় ছাড়াও প্রশ্ন হবে জেনারেল সায়েন্স, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড ও রিজনিং বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ৪ আগস্টের মধ্যে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: https://ntrorectt.in অনলাইন দরখাস্তে আপলোড করতে হবে ফোটো, সই ও এইসব সার্টিফিকেটের ডিজিটাল ফাইল: মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, ব্যাচেলার্স ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার ফাইনাল মার্কশিট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তফসিলি বা ওবিসি সার্টিফিকেট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের ক্ষেত্রে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট ও ডিক্লেয়ারেশন। রঙিন ফোটোর ফাইল সাইজ ২০-৪০ কেবি এবং সইয়ের ফাইল সাইজ ১০-২০ কেবির মধ্যে হতে হবে। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে ভিলেজ কো-অর্ডিনেটর পদে ২০ নিয়োগ

ভিলেজ কো-অর্ডিনেটর পদে ২০ জন কর্মী নিয়োগ করবে পুরুলিয়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস। শুধু মহিলা প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে জেলার এইসব ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতে: বাঘমুণ্ডি (অযোধ্যা, বুর্দা-কানিমাটি), বলরামপুর (ঘাটবেড়া কেরোয়া), ঝালদা-১ (মাথারি খামার), ঝালদা-২ (রিজিদ), আয়ষা (হেটগুগুই), জয়পুর (সিধি জামরা), বান্দোয়ান (কুমরা), বরাবাজার (বেরাদা), মানবাজার-২ (বুরিবন্ধ)। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 257/SW(P)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। স্থানীয় ভাষার মহিলাকেন্দ্রিক বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা প্রসারের কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা সমীক্ষা এবং ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের সঙ্গে যুক্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখে ২৪ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড ইংলিশ (৩০ নম্বর), এরিথমেটিক (২০ নম্বর), বাংলা (২০ নম্বর) এবং নিউট্রিশন, জেন্ডার ইস্যুজ অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন (২০ নম্বর) বিষয়ে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.purulia.nic.in আবেদনের বয়ান একটি এ-ফোর মাপের কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) প্রার্থীর দু-কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ফোটোগুলি দরখাস্ত এবং অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।

২) বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) প্রার্থীর পরিচয়পত্র হিসেবে ভোটার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসাবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট।

৬) কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা এবং ৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ দরখাস্ত ১১ আগস্টের মধ্যে সরাসরি বা পোস্টে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Office of the District Magistrate, Purulia, District Social Welfare Section, Treasury Building, Purulia।
বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য উপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রামে ভর্তি

বায়োটেকনোলজির বিভিন্ন শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের প্রশিক্ষণ দেবে বায়োটেক কনসোর্টিয়াম ইন্ডিয়া। প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন। প্রশিক্ষণটি হল: ডিপার্টমেন্ট অব বায়োটেকনোলজি-বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২০১৭-১৮। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রার্থীদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ডিসেম্বরে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর বা সমতুল গ্রেড-সহ বায়োটেকনোলজি, মলিকিউলার অ্যান্ড হিউম্যান জেনেটিক্স, মলিকিউলার বায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, নিউরো-সায়েন্স, বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, বায়ো-প্রোসেস টেকনোলজি, এগ্রিকালচার/ ইন্ডাস্ট্রিয়াল/ মেরিন/ মেডিক্যাল/ ফার্মাসিউটিক্যাল/ এনভায়রনমেন্টাল/ প্ল্যান্ট / ফুড/ অ্যানিম্যাল বায়োটেকনোলজির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়ে বিই বা বিটেক বা এমটেক অথবা এমএসসি বা এমভিএসসি অথবা এমবিএ উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। শুধুমাত্র ২০১৬ অথবা ২০১৭ সালে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই আবেদন করবেন। ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য।

ট্রেনিং চলাকালীন প্রার্থীদের প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন টেস্ট হবে ৩ সেপ্টেম্বর। প্রশ্ন হবে জেনারেল সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি, জেনারেল অ্যাপটিটিউড বিষয়ে। সময় দেড়ঘণ্টা। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল: কলকাতা, হাওড়া, দুর্গাপুর এবং মালদা। অনলাইন টেস্টের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীতালিকা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে ২২ আগস্ট।

অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.bcil.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো ও কালো কালিতে করা সই আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর পূরণ করা সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ ও অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের প্রিন্টআউটের সঙ্গে দেবেন: ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ডিমান্ড ড্রাফটটি 'BIOTECH CONSORTIUM INDIA, NEW DELHI'-এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে প্রার্থীর নাম, জন্মতারিখ, অ্যাপ্লিকেশন আইডি এবং মোবাইল নম্বর লিখে দেবেন। এটি পাঠাতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরফে পূরণ করা নির্দিষ্ট বয়ান।

৭ আগস্টের মধ্যে স্পিডপোস্ট বা ক্যুরিয়রের মাধ্যমে নথিপত্রসহ অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ বা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Mr.Manoj Gupta, Manager, Biotech Consortium India Limited (BCIL), 5th floor, Anuvrat Bhavan, 210,Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002.

বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য উপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ডাকযোগে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরেট অব ডিসট্যান্স এডুকেশনে ২ বছরের এমএ, এমএসসি ও এমকম কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে।

এম.এ কোর্স পড়ানো হবে এইসব বিষয়ে: বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংস্কৃত। যে-বিষয়ে এমএ পড়তে চান, সেই বিষয়ের অনার্স/মেজর/স্পেশাল অনার্স কোর্স/৩ বছরের পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েট/পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩০০ নম্বর নিয়ে থাকলে /১ বছরের ব্রিজ কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা এমএ পাস করেছেন তাঁরা অন্য যে কোনও বিষয়ে এমএ করার জন্যও আবেদন করতে পারেন।

এমএসসি কোর্স পড়ানো হবে এইসব বিষয়ে: ক) ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি, জুলজি, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স ও ভূগোল (এমএ/এমএসসি)। ওইসব বিষয়ের অনার্স, মেজর বা স্পেশাল অনার্স কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন।

খ) অনার্স গ্র্যাজুয়েট/মেজর বিষয়/স্পেশাল অনার্স/৩ বছরের সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট পাসরা এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে এমএসসি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। অর্থনীতি ও ভূগোল বিষয় নিয়ে সায়েন্স শাখার ৩ বছরের পাস কোর্স গ্র্যাজুয়েটরাও যোগ্য।

এমকম কোর্স পড়ানো হবে কমার্স বিষয়ে। কমার্সের অনার্স, মেজর বা স্পেশাল অনার্স কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কমার্সের ৩ বছরের জেনারেল বা পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরাও যোগ্য। ওপরের সব কোর্সের বেলায় আরও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিস্তারিতভাবে প্রোসপেক্টাস থেকে পাবেন।

এমএ (বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংস্কৃত) বিষয়ে ফি ৪,৫০০ টাকা। এমকম কোর্সে ৪,৫০০ টাকা। এমএসসি (এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স) ২০,৩৫০ টাকা; এমএসসি (জুলজি, বটানি, ভূগোল) ২০,৩৫০ টাকা; এমএসসি (ফিজিক্স) ১৯,৭৫০ টাকা; এমএসসি (অ্যাপ্লায়েড ম্যাথ) ১২,৭৫০ টাকা; এমএসসি (কেমিস্ট্রি) ২২,২৫০ টাকা। দরখাস্তের ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বা ওয়েবসাইটে। দাম ৩৫০ টাকা।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন চালানের কপি, যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। কোর্স ফি-র টাকা নগদে দেবেন চালানের মাধ্যমে বা ডিমান্ড ড্রাফটে। 'Directorate of Distance Education Vidyasagar University'-এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'Midnapore'।

দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওয়েবসাইটে। ঠিকানা: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ডিরেক্টরেট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন, মেদিনীপুর-৭২১১০২, পশ্চিম মেদিনীপুর।

আর্কিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ইনস্টিটিউট অব আর্কিওলজি, আর্কিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। গড়ে ৫৫% (সংরক্ষিত হলে ৫০%) নম্বর দিয়ে আর্কিওলজি/ অ্যানথ্রোপলজি/ প্রাচীন বা মধ্য ভারতীয় ইতিহাস বা জিওলজি বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া সংস্কৃত/ পালি/ প্রাকৃত/ আরবি/ পারসির মধ্যে যে কোনও ১টি ভাষায় পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পাসরাও ভর্তির যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। সিট: ১৫টি। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। সিলেবাস পাবেন ওয়েবসাইটে। ইন্টারভিউ হবে ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর। কোর্সের মেয়াদ: ২ বছর। কোর্স চলার সময় মাসে ৮,০০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। আবেদন করবেন নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান ডাউনলোড করবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.asi.nic.in.

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: ১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। ২) এখনকার তোলা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো, ৩) ফি-বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফট পাঠাবেন 'Director Institute of Archaeology'এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'নয়া দিল্লি'। ৪) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৬৭ টাকার মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটা A-4 মাপের ১টি খাম। পূরণ করা আবেদনপত্র পাঠাতে হবে ৭ আগস্টের মধ্যে। এই ঠিকানায়: Director, Institute of Archaeology, Archaeological Survey of India, Red Fort, New Delhi-110006.

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের স্নাতক কোর্স

পাঁচ বছর মেয়াদের বিএ এলএলবি (অনার্স) কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত বীরভূমের বেঙ্গল ল কলেজ। এটি একটি সেলফ ফিনান্সড কোর্স। আসনসংখ্যা: ৮০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৪৫% নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। কোর্স ফি: প্রতি বছর ২৫,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বরের ভিত্তিতে। নির্বাচিত প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হবে ১১ আগস্ট, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.buruniv.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন: ১) ফি-বাবদ দিতে হবে ২৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ড্রাফটটি 'Finance Officer, B.U'- এর অনুকূলে 'SBI, B.U. Branch, Burdwan'-এ প্রদেয় হতে হবে। ২) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল। ৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল। ৪) কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৪ আগস্টের মধ্যে সরাসরি জমা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে। ঠিকানা: Office of the Secretary, Council for U.G. Studies, The University of Burdwan, Rajbati, Burdwan-713104.

তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনে ট্রেনিং

কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজি আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যৌথ উদ্যোগে দক্ষতা বাড়ানোর ট্রেনিংয়ে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। ট্রেনিং দেওয়া হবে এই ২টি ট্রেডে: ১) ইলেকট্রিসিটি ও সেফটি প্র্যাকটিসেস ও ২) ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমের ইনস্টলেশন ও সেফটি প্র্যাকটিসেস। মাধ্যমিক বা সমতুল কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। ২টি কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। ভর্তির জন্য ফর্ম পাবেন এই ঠিকানায়: NIELIT, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, কলকাতা-৭০০০৩২।

বোকারো জেনারেল হাসপাতালে স্কুল অব নার্সিং

ইন্টার্নশিপ সহ ৩ বছরের জেনারেল নার্সিং ও মিডওয়াইফারির (গ্রেড এ) ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে বোকারো জেনারেল হসপিটালের স্কুল অব নার্সিং। এটি বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র অবিবাহিত মহিলা প্রার্থীরাই আবেদন করবেন। কোর্স শুরু হবে অক্টোবরে। এটি একটি আবাসিক কোর্স।

আসনসংখ্যা: ৪০টি। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৪০ শতাংশ নম্বরসহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয়ে হিসাবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি পড়ে থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ৩১-১২-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ফি: ৫০,০০০ টাকা। এর মধ্যে ফেরতযোগ্য জমা ৩,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ৩১ আগস্ট। পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ, বায়োলজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ইংলিশ বিষয়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। নির্বাচিত প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হবে ১ সেপ্টেম্বর।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.sail.co.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন:

১) ই-রিসিপ্টের কপি। অনলাইনে ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। এসবিআই কালেক্টের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

২) প্রার্থীর দু-কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ফোটো দুটি দরখাস্ত এবং অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) উচ্চমাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা এবং ২৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা দরখাস্ত রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ৫ আগস্টের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Principal, School of Nursing, Bokaro General Hospital, B.S. City, Dist: Bokaro, Jharkhand, Pin-827004. আরও তথ্যের জন্য উপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩ আগস্ট ২০১৭

কেরিয়ার ইনফো

● পিএসসি: ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি-র মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে দুটি পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় জেনারেল স্টাডিজ (১৫০ নম্বর) ও অঙ্ক (৫০ নম্বর) বিষয়ে অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। সময় দেড় ঘণ্টা। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর মেধাতালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলরা ফাইনাল পরীক্ষায় ডাক পাবেন। এই পরীক্ষায় তিনটি পত্র থাকবে। প্রথম পত্রে থাকবে ইংরেজি, দ্বিতীয় পত্রে বাংলা বা মাতৃভাষা (হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি) এবং তৃতীয় পত্রে জেনারেল স্টাডিজ ও অঙ্ক। প্রতিটি পত্রের জন্য বরাদ্দ মোট নম্বর ১৫০। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের ক্ষেত্রে সময়সীমা দেড় ঘণ্টা করে তৃতীয় পত্রের ক্ষেত্রে সময়সীমা আড়াই ঘণ্টা। প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ ধরনের। জেনারেল স্টাডিজ ও অঙ্কের প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক স্তরের এবং ইংরেজি ও বাংলায় প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের। সবশেষে ১০০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্ট। ওয়েবসাইট: www.pscwb.gov.in

● এসএসসি: ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ফিনান্স ও কনজিউমার অ্যাফেয়ার্সে স্টেনোগ্রাফার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, মাধ্যমিক বা সমতুল। সেই সঙ্গে ইংরেজিতে মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ড এবং মিনিটে ৩৫টি শব্দের গতিতে কম্পিউটার টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটার টাইপ জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে প্রার্থীর অবশ্যই বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে জানা চাই। এক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হয়ে থাকে তিনটি পর্যায়ে— অনলাইন পরীক্ষা, কম্পিউটার টাইপিং ও শর্টহ্যান্ড টেস্ট। ১০০ নম্বরের কম্পিউটার টাইপ টেস্ট হয়। ১০ মিনিট টাইপ করতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ৪০০ নম্বরে ডিকটেশন অ্যান্ড কম্পিউটারে এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে টাইপ করতে হয়। ওয়েবসাইট: www.wbssc.gov.in

● অফিসার স্কেল-ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদের জন্য আই বি পি এসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচার মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারশেন, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাইন্ট্যান্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে। সেই সঙ্গে যে এলাকার ব্যাংকে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসাবে সেই ভাষা পড়ে থাকতে হবে। অবশ্য স্থানীয় ভাষা না জানলেও আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে কাজে নিয়োগের ৬ মাস-এর মধ্যে তাঁদের সংশ্লিষ্ট ভাষা শিখে নিতে হবে। আর বি বোর্ডের অনুমতিক্রমে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়তে পারে। ওয়েবসাইট: www.ibps.in

● কোর্স, ট্রেনিং

মাজাগন ডকে স্ট্রাকচারাল ফিটার ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০ শতাংশ নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট বা ফিটার ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাস তফসিলিদের ক্ষেত্রে পাস নম্বর থাকলেই আবেদন করা যাবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে নির্দিষ্ট মাসিক যথাক্রমে ৭৯২০ টাকা ও ৮৯১০ টাকা। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবাসাইট: www.mazdock.com

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● বিভিন্ন জায়গায় কচুরিপানা থেকে তৈরি বাস্কেট, টুপি, ব্যাগ ইত্যাদি বিক্রি হয় বলে জানি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম, মফসসলের পুকুর ও খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা জন্মায়। এখানে কি কচুরিপানা থেকে এই সব সামগ্রী তৈরির কোনও ব্যবস্থা আছে? কোথায় এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় জানালে উপকৃত হব। *(রাজু দাস, হাওড়া)*

উত্তর: প্রক্রিয়াজাত কচুরিপানা থেকে ব্যাগ, টুপি, বাস্কেট, টেবল ম্যাট, চপ্পল ইত্যাদি তৈরি হতে পারে। বর্তমানে কচুরিপানা থেকে বোর্ড, থালা-বাটিও তৈরি হচ্ছে। বাস্কেট, টুপি, টেবল ম্যাট, ডাস্টবিন ইত্যাদি তৈরি হতে পারে সাধারণ কিছু সরঞ্জামের সাহায্যেই। প্রসঙ্গত, অসমের মরিগাঁও জেলায় কচুরিপানা থেকে বিভিন্ন হস্তশিল্পসামগ্রী তৈরির ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। কাঁচি, ছুরি, হাতুড়ি, প্লাস, করাত, দা, ফাইল ইত্যাদির সাহায্যেই গ্রামের মহিলারা কচুরিপানা থেকে সুদৃশ্য ও টেকসই নানা হস্তশিল্পসামগ্রী তৈরি করে থাকেন। তবে পার্টিকেল বোর্ড বা থালা-বাটি ইত্যাদির জন্য আধুনিক মেশিনপত্রের প্রয়োজন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কচুরিপানা থেকে নানাবিধ সামগ্রী তৈরির যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে। অল্প পুঁজিতেই উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের এ-ধরনের সামগ্রী তৈরির নিয়মিত প্রশিক্ষণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। নর্থ-ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন কচুরিপানা থেকে নানা হস্তশিল্পসামগ্রী তৈরির ব্যাপারে ভালো কাজ করেছে।

সংস্থার ঠিকানা: 'এন ই ডি এফ আই হাউস' জি এস রোড, দিসপুর, গুয়াহাটি, অসম-৭৮১০০৬। ফোন: ৩৬১-২২২-২২০০। মেল: mail@nedfi.com, ওয়েবসাইট: www.nedfi.com

● ডেকরেটিভ মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে চাই। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা জানালে উপকৃত হব। *(মৌমিতা মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার)*

উত্তর: স্বনিযুক্তি-সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রগতিতে ডেকরেটিভ মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: প্রগতি, নর্থ ঘোষপাড়া গ্যাসগিট রোড, বালি, হাওড়া। ফোন: ২৬৭১-০২৯২।

● জাংক অলংকার তৈরির জন্য বিডস ও অন্যান্য সরঞ্জাম কিনতে চাই। কলকাতার কোথা থেকে এই ধরনের উপকরণ পাওয়া যাবে? *(সোমাশ্রী পাল, বারাসাত)*

উত্তর: বড়বাজারে খেংড়াপট্টিতে এ ধরনের অলঙ্কার তৈরির নানা সরঞ্জাম পাইকারি দরে কিনতে পাওয়া যাবে। সেখান থেকে দেখে শুনে কিনতে পারেন।

ফাইটোমেডিসিন ও ফাইটোথেরাপি

নতুন কোর্স

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার ও ওপিটিএম হেলথকেয়ার (কলকাতা)-এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে নতুন কোর্স ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ইন ফাইটোমেডিসিন ও ফাইটোথেরাপি। বিজ্ঞান শাখার উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। সিট: ২৫টি। মোট ৯ মাসের কোর্স। মোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে থিওরি পড়ানো হবে ৪০০ নম্বরের। প্র্যাকটিক্যাল ২০০ নম্বরের আর সেমিনারে আছে ১০০ নম্বর। ৯ মাসের কোর্সে একই ছাদের তলায় ক্লিনিক্যাল রিসার্চের এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হবে: সি. আর. ও. অপারেশন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, মেডিকেল রাইটিং, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, সেফটি রিপোর্টিং। কোর্স শেষে সফল প্রার্থীদের চাকরির সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে: ফার্মাসি, লাইফসায়েন্স, বায়োটেকনোলজি ও মিডিয়া-সম্পর্কিত মেডিক্যাল সায়েন্স।

সফল প্রার্থীদের চাকরির ক্ষেত্রে সহায়তা করা হবে। সপ্তাহের ২ দিন শুক্রবার ও শনিবার ক্লাস। আগে আসার ভিত্তিতে সুযোগ। ভর্তির জন্য ৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস হাতে হাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কেন্দ্র থেকে পাবেন। আবেদনপত্র জমা দিতে হবে ৩১ আগস্টের মধ্যে এই ঠিকানা: ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (ফার্মাসি বিভাগ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২।

কেরিয়ার গ্রুমিং

প্রথম ইন্টারভিউতেই বুঝিয়ে দিন 'আপনি'ই যোগ্য প্রার্থী

ভালো চাকরি পাওয়া জীবনের একটি বড় অধ্যায়। তার জন্য নিজেকে সেইভাবে মানুষ প্রস্তুত করতে শুরু করে বেশ ছোট বয়স থেকেই। তবে চাকরির বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালে অনেক সময় দেখা যায় বেশিরভাগ কোম্পানি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক খুঁজছে। সেই সময় অনেকেই এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে পিছিয়ে আসে। কিন্তু হতেই পারে আপনি সদ্য স্নাতক হয়েছেন, জীবনের প্রথম চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যদি তেমন কিছু না থাকে, কোথাও সিভি পাঠানোটা কখনও কখনও আপনার কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে। আপনাকে পেয়ে বসতে পারে হতাশা। তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কোনও একটি জায়গা থেকে আপনাকে শুরু করতেই হবে এটি মাথায় রাখতে হবে। শুরুর সময়েই আপনার বিশাল কেরিয়ার হবে, এটা ভাবার কিছু নেই। সবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে চেষ্টা করলে সবই সম্ভব। তবে হতাশায় না পড়ে নিজেকে কীভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন সেই বিষয়ে আপনার জানা দরকার।

নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। স্নাতক পেরোনোর এক মাস যেতে না যেতেই অনেকে একটা কাজের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। হতাশ কিংবা অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং বিশ্বাস রাখুন। লেগে থাকুন। চেষ্টা করে যান। একটু সময় লাগতে পারে, সেটা স্বাভাবিক।

ইন্টারভিউ দিয়ে গিয়ে আপনি প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হতেই পারেন। সেটাও স্বাভাবিক। তবে তার মানেই যে আপনার দ্বারা আর কোনও দিন কিছু কাজ হবে না, এটি ভাবা ঠিক নয়। সিভি দেবেন, ইন্টারভিউ দেবেন, কয়েকটা জায়গা থেকে প্রত্যাখ্যাতও হবেন— এটা পার্ট অব দ্য গেম। নিজেকে একটু সময় দিন সবই হবে। আর আপনিও পারবেন। অন্য আরও অনেক কিছুর মতো চাকরির আবেদন করাও একটা চর্চার বিষয়। বারবার আবেদন করতে করতেই আপনি আপনার দুর্বলতা ও শক্তির জায়গাগুলো জানবেন। ভুলগুলো শোধরানোরও সুযোগ পাবেন।

আপনি একটা প্রতিষ্ঠানের যে-পদে কাজ করতে চান, শুরুতেই হয়তো আপনাকে কেউ সেই কাজটা দেবে না। আগে ঠিক করুন, কোন ক্ষেত্রটাতে আপনি কেরিয়ার গড়তে চান। শুরুটা না-হয় একটু ছোট পদ থেকেই হল, তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আগে তো দরজায় পা রাখা হোক, ওপরে ওঠার সিঁড়িটা না-হয় তারপর তৈরি করে নেওয়া যাবে। কাজ শুরু করলে লোকজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ হবে। এই সুযোগ হারাবেন না।

পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে, ঋণ শোধ করতে হবে...এসব চাপ আপনাকে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি চিন্তাও বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু শুরুতে শুধু উপার্জন করাই যেন আপনার লক্ষ্য না হয়। চাকরিদাতারা তো আপনার সামর্থ যাচাই করবেনই, আপনার নিজেকেও নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে হবে। প্রথমে তাই অভিজ্ঞতার ঝুলিটা ভারী করার দিকে মনোযোগ দিন। সেই সঙ্গে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আপডেট রাখুন। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ুন, লোকজনের সঙ্গে মিশুন, নেট সার্চ করে নিজেকে আরও জানার সুযোগ করে দিন।

স্নাতক শেষ করেই সিভি পাঠানো শুরু করবেন না। আগে বর্তমান বাজার আর আপনার লক্ষ্য মাথায় রেখে রিসার্চ করুন। পড়ুন, জানুন। আপনি যেখানে কাজ করতে চান, সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালো করে জানুন। চাকরির ইন্টারভিউতেও আপনাকে এ-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হতে পারে। একটা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে ইন্টারভিউতে হাজির হওয়াটা খুব বোকার মতো কাজ। কারণ প্রথম চাকরির ইন্টারভিউতে চাকরির অভিজ্ঞতা আপনার না থাকতেই পারে, কিন্তু যেখানে চাকরির জন্য আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জেনে গেলে আপনার প্রতি তাদের একটি সুনজর পড়বে। যেটি আপনার ক্ষেত্রে প্লাস পয়েন্ট।

প্রথম চাকরির ক্ষেত্রে আলাপের শুরুতেই বেতন, ছুটি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। প্রথমে নিশ্চিত হোন চাকরিদাতা আপনার ব্যাপারে আগ্রহী কি না। যদি আপনি নির্বাচিত হোন, তারপর এসব নিয়ে প্রশ্ন করুন।

চাকরিদাতারা প্রার্থীর চোখে আত্মবিশ্বাস খোঁজেন। আপনাকে দেখে যেন মনে না হয় চাকরি খুঁজতে খুঁজতে আপনি ক্লান্ত, হতাশ, একটা চাকরি না হলে আপনার চলছেই না। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করুন। অন্যমনস্ক হবেন না। আপনার শরীরী ভাষাতেই যেন আপনার শক্তিটা টের পাওয়া যায়। আপনাকে দেখে যেন মনে হয়, আপনি সময়টা উপভোগ করছেন।

আপনার ইন্টারভিউ যিনি নেবেন, তিনিও একসময় অনভিজ্ঞ ছিলেন। কাজ করতে করতেই হয়তো অভিজ্ঞ হয়েছেন। আপনার কাজের অভিজ্ঞতা নেই, সেটা আপনার অপরাধ নয়। অতএব, ব্যাপারটা সহজভাবে নিন। অন্য প্রার্থীরা কতখানি অভিজ্ঞ, সেসব নিয়ে ভাববেন না। ভাবুন, আপনি কীভাবে অবদান রাখতে পারেন। সিভিতে আপনার ছোটখাটো যোগ্যতাগুলোও লিখুন। হতে পারে আপনি ছবি আঁকতে পারেন, বা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত আছেন, তাহলে সেইগুলি সিভিতে লিখুন। এগুলো আপনাকে চাকরির ক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে রাখবে। কাজের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক না থাকুক, তবু আপনার সামর্থ্যের কথা লিখুন।

প্রথম চাকরি কারও সুপারিশে না হওয়াই ভালো। প্রথম চাকরি হোক আপনার নিজের যোগ্যতায়। এতে আত্মবিশ্বাস পাবেন। আপনার পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের কেউ হয়তো কোনও প্রতিষ্ঠানে বড় পদে আছেন। এই সুযোগ কাজে না লাগানোই ভালো। হতে পারে অন্য প্রার্থীদের কেউ আপনার চেয়েও যোগ্য, কিন্তু সুপারিশের জোরে আপনি চাকরিটা পেয়ে গেলেন। এটা অনেকটা নকল করে পরীক্ষা দেওয়ার মতো।

কাজটা করার জন্য যাঁরা আগ্রহী, যাঁদের মধ্যে প্যাশন আছে; চাকরিদাতারা তাঁদেরই পছন্দ করেন। যে কাজের জন্য আপনি আবেদন করছেন, সেই কাজের ক্ষেত্রটির প্রতি আপনার আগ্রহটা চাকরিদাতাকে বুঝিয়ে দিন।

যুগশঙ্খ SUPPLI | পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: বিপ্লব রায় | 'target@কেরিয়ার' ক্রোড়পত্রটি আপনাদের কেমন লাগছে jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেল করে জানান।